## খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জন্ম ও পরিচিতি

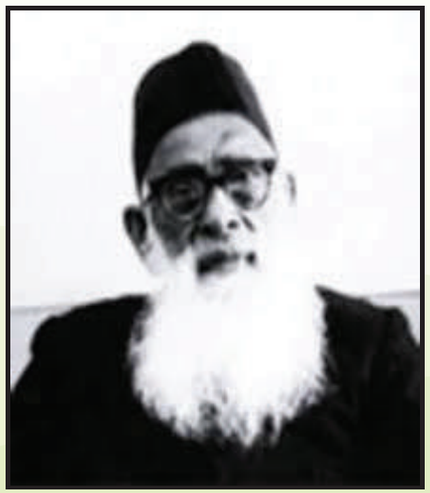

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন, এছাড়াও তিনি একজন উচ্চ স্তরের সুফি সাধক ছিলেন। সাতক্ষীরা জেলার (তদানীন্তন খুলনা জেলা) নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসের কোন এক শনিবার প্রত্যুষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুন্‌শী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন একজন ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম মোছাঃ আমিনা বেগম এবং স্ত্রী ছিলেন ফয়জুননেছা মহারানী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা (যিনি শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন) ও আট পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। জৈষ্ঠপুত্র ব্যারিস্টার মোঃ সামছুর জোহা (তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা জোহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রী ও ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন)। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। প্রতি বছর বাংলা সন অনুসারে ২৬, ২৭ ও ২৮ মাঘ তাঁর স্মরণার্থে নলতা শরীফে ওরশ শরীফ উদযাপন করা হয়।

## শিক্ষা জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হতেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে তিনি 'গ-মিতিয়' (বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণীর সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি রূপার মুদ্রা পুরস্কার পান। তিনি নলতার মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি বর্তমান ভারতের টাকী গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ (বর্তমান সপ্তম) শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় লন্ডন মিশন সোসাইটি ইন্সটিটিউশনে সেকেন্ড ক্লাসে (বর্তমানে নবম শ্রেণী) ভর্তি হন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৯০ সালে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স (বর্তমানে এস.এস.সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ.এ (বর্তমানে এইচ.এস.সি) এবং ১৮৯৪ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সাফল্যের সাথে বি.এ পাশ করেন এবং ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

## চাকরি জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৮৯৬ সালের ১ আগস্ট রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের 'সুপার নিউমারারি' টিচার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি অক্টোবর ১৮৯৬ থেকে মার্চ ১৮৯৭ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমার স্কুল সাবইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পদোন্নতি পান বাকেরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে। একাধিক্রমে ৭ বৎসর তিনি বরিশালে অবস্থান করেন। ১৯০৪ সালে তিনি Subordinate Educational Service এবং Provincial Educational Service এ প্রবেশ করেন। তিনিই প্রথম Inspecting Line থেকে Teaching Line এর জন্য মনোনীত হন। ১৯০৭ সালে তিনি চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১ এপ্রিল, ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের Additional Inspector পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে তিনি আবার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে বদলী হন। ১৯২৪ সালের ১ জুলাই তিনি প্রথম ভারতীয় ও মুসলমান হিসেবে Assistant Director of Public Instruction for Muhammadan পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনের সম্পূর্ণটাই কেটেছে শিক্ষা বিভাগে। তাঁর এই দীর্ঘ সময়ের দিনগুলি ছিল বর্ণাঢ্য, পরিশ্রম ও সাফল্যের সমাহার। একজন সাধারণ শিক্ষক থেকে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসন গ্রহণ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূঁড়ায় উঠার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা ছিল সত্যিই অনন্য। চট্টগ্রামের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিভাগীয় কমিশনারের প্রস্তাব অনুসারে সদরের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর আবশ্যকতা অনুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন সেই কমিটির সেক্রেটারি। তিনি কিছুদিন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদ ডিরেক্টর হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

## শিক্ষা বিস্তারে ও সংস্কারে অবদান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তি বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিহাসে এক নতুন মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। কলকাতার মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিয়া কলেজ। ১৯২৮ সালে মোছলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান প্রশংসনীয়। এছাড়াও তার প্রতিষ্ঠিত স্কুল গুলোর মধ্যে রয়েছে মুসলিম হাইস্কুল, চট্টগ্রাম (১৯০৯), মাধবপুর শেখ হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯১১), রায়পুর কে.সি হাই স্কুল (১৯১২), চান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯১৬), কুটি অটল বিহারী হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৯২০), চন্দনা কে.বি হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯২০), চৌদ্দগ্রাম এইচ.জে পাইলট হাই স্কুল (১৯২১) ইত্যাদি। তাঁর উদ্যোগে মুসলিম ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও মুছলেম ইন্সটিটিউট কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাজশাহীতে ফুলার হোস্টেল উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সমতার লক্ষ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর প্রচেষ্টায় প্রথমে অনার্স ও এম.এ পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নং (Roll No.) লেখার রীতি প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে এই.এ (আই.এ) এবং বি.এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি রহিত করা হয়। বৃটিশ সরকার মুসলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাই স্কুল এবং কলেজ তারই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অমুসলিম স্কুলে মুসলিম শিক্ষকের নিযুক্তি এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের মুসলিম কর্মচারী নিয়োগও তার হাতেই ন্যস্ত ছিল।

ফুলার হোস্টেল, রাজশাহী

## আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মানব সেবায় 'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা' আদর্শ নিয়ে ১৯৩৫ সালে নিজ গ্রামে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন' নামে নামকরণ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠার সাথে ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ৯ আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের বাড়িতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সভাপতিত্বে 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পেট্রন হিসেবে দেশের ৮ বরেণ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক চীফ পেট্রন ছিলেন। বর্তমান সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের হাত ধরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বহুমুখি কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানব কল্যানের আদর্শের বিস্তার ঘটান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের একটি অন্যতম অলাভজনক সমাজসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত দেশের মানুষের শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করে।

"মিশনের সেবকগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, পল্লি উন্নয়নের জন্য, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের জন্য, দুস্থদের সাহায্যের জন্য, মৃত-দেহের সৎকারের জন্য এবং মানবের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য।" -খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম প্রণয়নের জন্য গঠিত নাথান কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কমিটি ও হর্ণেল কমিটির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল ১৯১৯ বিবেচনার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) উক্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা জোরালো ভাবে সমর্থন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি ২৭ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখে চার পৃষ্ঠার 'নোট অব ডিসেন্ট' দাখিল করেন। তিনি নোট অব ডিসেন্টে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ও তা পরিপালনের যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী পর্ষদসমূহের একমাত্র পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সদস্য হিসেবে অবিসংবাদিত ভূমিকা পালন করেন।

## গ্রন্থপঞ্জী এবং মখদুমী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে জীবনীবিষয়ক ১৭ টি, কোরআন-হাদিস বিষয়ক ২১ টি, শিশুসাহিত্য বিষয়ক ৫ টি, ইতিহাস বিষয়ক ৯ টি, ভ্রমণকাহিনী বিষয়ক ৮ টি, এবং অন্যান্য বিষয়ে ১৮ টি গ্রন্থ রয়েছে। শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করা। মখদুমী লাইব্রেরীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনেক মুসলমান লেখক সৃজনশীল লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তৎকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'আনোয়ারা' ও 'বিষাদ সিন্ধু' এই লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এই লাইব্রেরি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'জুলফিকার', বনগীতি, কাব্য আমপারা', খ্যাতনামা কথা শিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'পরিত্যক্ত স্বামী', সৈয়দ আলী আহছানের 'নজরুল ইসলাম' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়।

## অর্জন ও সম্মাননা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন এবং Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমান সিনেট) মেম্বার ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমী তাকে ১৯৬০ সালে সম্মানসূচক 'ফেলোশিপ' প্রদান করেন। সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কৃতিতে বিশেষ করে দ্বীন প্রচারের কাজে অবদানের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাকে ১৪০৪ হি: তে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করে। হুজ হু ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে কর্মজীবন প্রকাশিত হয় ও তিনি ১৯১৭-১৮ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

## আধ্যাত্মিক দর্শন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শরীয়ত যথার্থ ভাবে পালন করে তরীকতের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়াকে জীবনের আদর্শ হিসেবে প্রতিটি স্তরে অনুসরণ করেছেন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তির মধ্যদিয়ে জীবনকে গড়েছেন ও অধ্যাত্ম জগৎকেই সমৃদ্ধ করেছেন। অন্তর আত্মাকে প্রসারিত করে সৃষ্টিকর্তার অসীমতাকে অবিনশ্বর সত্যের প্রকাশরূপে অনুধাবন করেছেন। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার পথে যাত্রায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহে অত্যন্ত মনোগ্রাহী বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে এক অখন্ড অধ্যাত্মিক ভাববলয় তৈরি করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার অনন্ত শক্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত লীলা অনুধাবন করতে গেলে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধির মধ্য থেকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। এর জন্য সাধনা ও ত্যাগের প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তা প্রেমস্বরূপ। তাঁকে ভাল না-বাসলে তাঁকে বোঝাও দুষ্কর। সৃষ্টিকর্তা ও রসুলের দর্শন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজে পালন করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে উপলব্ধি করেছেন।

**ঠিকানা: বাড়ি নং:** ১৫২/ক, **ব্লক-ক, সড়ক নং:** ৬, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি: শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, **ফোন:** ০২-৫৮১৫১১১৪, www.amic.org.bd, amdtc.org.bd

# স্মরণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

## স্বাস্থ্য সেক্টর
## ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

www.ahsaniamission.org.bd, www. dam-health.org